মুক্তির ডাক

একাঙ্ক নাটক—এক দৃশ্যে সম্পূর্ণ

প্রথম অভিনয়-রজনী, ষ্টার থিয়েটার

মন্মথ রায় বি-এ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩১

মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র

।৮৵৩ আনা

মুখবন্ধ

'মুক্তির ডাকে' ইতিহাসের নিতান্ত অস্পষ্ট ছায়াপাত হইলেও ইহাকে এক কাল্পনিক চিত্ররূপে গ্রহণ করিলে ঐতিহাসিকগণও নিরুদ্বেগে থাকিতে পারিবেন এবং আমিও বাঁচিয়া যাইব।

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম, এ, ডি, এল্ মহাশয়ের অনুগ্রহে ইহা শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও পরে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় ইহা গত বড়দিনে ষ্টার থিয়েটারে মহাসমারো.হ অভিনীত হয়। আমার এই সৌভাগ্যের জন্য আমি ইহাদের উভয়ের নিকটই আজীবন ঋণী রহিব।

সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় এই নাটক অভিনয়ের জন্য অনুগ্রহ করিয়া তিনটি সঙ্গীত রচনা করিয়া দিয়া আমাকে অপরিসীম কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

দোলপূর্ণিমা, ১৩৩০। } শ্রীমন্মথ রায়।
জগন্নাথ হল, রমনা, ঢাকা।

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম, এ, ডি, এল্

শ্রীচরণেষু

পরিচয় পত্রিকা

শ্রীবুদ্ধ			
বিম্বিসার	...	...	মগধাধিপতি।
সুন্দরক	...	...	হৃত সর্ব্বস্ব শ্রেষ্ঠীযুবক।
সুচিত্র	...	...	ভিক্ষু।
অম্বা	...	...	বারাঙ্গনা-শ্রেষ্ঠা।
পদ্মা	...	...	সুচিত্র-নন্দিনী [সুন্দরক পত্নী]

সংযোগস্থল সুন্দরক শ্রেষ্ঠীর "বিলাস-কুঞ্জ"

দ্রষ্টব্য ঃ—অভিনয় কালে এই নাটকের কিয়দংশ পরিত্যক্ত এবং পরিবর্ত্তিত হয়।

মুক্তির ডাক

দৃশ্য

শ্রেষ্ঠী ভবন। শাল-তাল-পিয়াল পরিবেষ্টিত দ্বিতল প্রাসাদের নিম্নতলে মাঝখানে উপবেশন কক্ষ। তাহার দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে তদপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন আর দুইটি কক্ষ। পশ্চাতে বিস্তৃত অলিন্দ। শেষোক্ত কক্ষ দুইটির দুইটি দরজা—একটি উপবেশন কক্ষে ও অন্যটি অলিন্দের সহিত যুক্ত। অলিন্দ হইতে দ্বিতলে যাইবার জন্য প্রশস্ত সোপান শ্রেণী। প্রাসাদের সম্মুখে পাষাণ বাঁধান আঁকা বাঁকা সরু পথের ধারে ধারে কুঞ্জ বীথি।

গৃহস্বামী এক তরুণ শ্রেষ্ঠী যুবক

নাম "সুন্দরক"।

গৃহ স্বামিনী এক কিশোরী

নাম "পদ্মা"।

প্রাসাদে কারুকার্য্যের অভাব নাই। বাসভবন হইলেও ইহা "বিলাস কুঞ্জ" নামে খ্যাত ছিল।

চৈত্রের সন্ধ্যারাত। পূর্ণিমার চাঁদ তাল পাতার ফাঁকে ফাঁকে সবে মাত্র জ্যোৎস্না ছড়াইয়াছে। দখিন হাওয়া তাহার সঙ্গে যোগ দিয়াছে।

ঐ প্রাসাদের নিম্নতলের একধারের একটি কক্ষে উন্মুক্ত বাতায়ন পার্শ্বে এক পালঙ্কের উপর অর্দ্ধশয়ানা পদ্মা।

পদ্মা বাতায়ন পথে,—মলয়-চঞ্চল তাল পত্রের আড়ালে আড়ালে চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখিতে ছিলেন—আর গাহিতে ছিলেন—

গান

মম ব্যর্থ জীবন গতিহীন।
কাঁদে বন্ধন মাঝে নিশিদিন॥
হেথা ক্ষুব্ধ দিগন্তর ঘেরি—
সদা মন্দ্রিত ক্রন্দন ভেরী
মম চিত্ত মুকুল ফুল কুঞ্জে
ব্যথা মর্ম্মরি নির্ম্মম গুঞ্জে,—
রুদ্ধ ক্ষুধিত প্রেম বঞ্চিত অন্তরে,
স্বপ্ন বিফল দুঃখ পুঞ্জে,—
গাহে আঁখিনীরে, ধীরে হৃদিবীণ্॥

উপবেশন কক্ষে দর্পণ সম্মুখে তাঁহার স্বামী "সুন্দরক" প্রসাধন রত ছিলেন। তাঁহার ভাব ভঙ্গীতে কি জানি একটা ব্যস্ততা লক্ষিত হইতে ছিল।

সুন্দরক। [প্রসাধনান্তে ধীরে ধীরে পদ্মার পাশে আসিয়া বসিয়া তাঁহার হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে আনিয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে]......পদ্মা।

পদ্মা। কি ?

সুন্দরক। রাগ করেছ ?

পদ্মা। [সুন্দরকের দিকে তাকাইয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়াই মুখ ফিরাইয়া বাতায়ন পথে তাকাইয়া] —রাগ করে লাভ ?

সুন্দরক। [পদ্মার দেহলতার উপর হেলিয়া পড়িয়া তাঁহার মুখোমুখী হইয়া]—লাভ লোকসান বুঝিনে। রাগ করেছ কিনা সেইটে জান্‌তে চাই—

পদ্মা। [আনত চক্ষে, ধীর স্বরে]—যাও আর বিরক্ত করো না—

সুন্দরক। [অবিচলিত ভাবে] আমি কি তোমার চক্ষুশূল ?

পদ্মা। [নীরবে রহিলেন]

সুন্দরক। তবে আমাকে বিবাহ করেছিলে কেন পদ্মা ?

পদ্মা। [তথাপি নীরবে রহিলেন]

সুন্দরক। [পদ্মাকে ঝাকি দিয়া] বল-বল তোমায় বল্‌তে হবে—

পদ্মা। জানো আমার শরীর ভাল নয়—

সুন্দরক। তা আমি বৈদ্য ডেকে আনছি...এখনি আনছি ......তোমার সিন্দুকের চাবিটা দাও।

পদ্মা। সিন্দুকের চাবি কেন ?

সুন্দরক। বৈদ্যের দর্শনী, ঔষধের মূল্য...

পদ্মা। আমার চিকিৎসার প্রয়োজন নেই।

সুন্দরক। ও·· তুমি তবে আমায় বিশ্বাস কর্চ্ছনা ?

পদ্মা। বহুবার যে ঠেকে শিখেছে...বিশ্বাস যদি আজ সে না কর্ত্তে পারে, তবে......

সুন্দরক। বটে ! বেশ, তবে আমি খোলাখুলিই বলছি —আজ রাত্রেই আমার দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রার প্রয়োজন —এ আমার চাই-ই চাই...না পেলেই হবে না।

পদ্মা। তা একথা আমাকে বলে লাভ ?

সুন্দরক। এ অর্থ তোমাকেই দিতে হবে।

পদ্মা। [সবিস্ময়ে] আমাকে দিতে হবে ?

সুন্দরক। হাঁ।

পদ্মা। কেন ?

সুন্দরক। আমি একজনকে নিমন্ত্রণ করেছি। শুধু আজ

নয়—বহুদিনই করেছি,—কিন্তু এতদিন সে তাতে কর্ণ-পাত করেনি—আজ আমার বহুভাগ্যে সে সে নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্ত্তে সম্মত হয়েছে—এ অর্থ তার অভ্যর্থনার জন্য প্রয়োজন—

পদ্মা। কে সে যার অভ্যর্থনার মূল্য দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ?

সুন্দরক। তুমি না হয় তা নাই শুনলে।

পদ্মা। মহারাজ বিম্বিসার ?

সুন্দরক। মহারাজ বিম্বিসার তার অভ্যর্থনার জন্য রাজ্য সিংহাসন দক্ষিণা দান করেন—

পদ্মা। কে সে ?

সুন্দরক। বুঝে দেখ কে সে। আজ এইরূপ এক মহা সম্মানিত অতিথির জন্য আমি তোমার নিকট হাত পাতছি :—। স্ত্রী তুমি···স্বামীর মর্য্যাদা রক্ষা কর—

পদ্মা। আগে বল কে সে ?

সুন্দরক। তবে দেবে ?

পদ্মা। হয়ত দেব—

সুন্দরক। তার নাম অম্বা—

পদ্মা।—সেই বেশ্যা ?

সুন্দরক।—সেই বিশ্ব-বন্দিতা—

পদ্মা। [নীরব রহিলেন]

সুন্দরক।—দাও...

পদ্মা। সে তোমার অতিথি—আমার নয়। আমি দেব না।

সুন্দরক। কিন্তু আমি দেব কোথা হতে? চরিত্র দোষে আমি আজ কপর্দ্দক হীন—কিন্তু তোমাকে স্ত্রীরূপে পেয়েছি বলে আজো আমার লক্ষীর সংসার—আমার বড় আশা, আমি নিরাশ হবনা—

পদ্মা। শুনেছিলাম অতি বড় সে কাপুরুষ...সেও স্ত্রীধন গ্রহণ করে না—

সুন্দরক। আমি তোমার নিকট ভিক্ষা চাইছি—পদ্মা! এ তোমার দিতেই হবে...না দিলে আমি কিছুতেই ছাড়বোনা—এ তুমি ঠিক জেনো—।

পদ্মা। দেখ তোমার ঐ ভিক্ষা চাওয়ার অত্যাচার আমার আর সহ্য হয় না—

সুন্দরক। সহ্য না হলে কি কর্ব্বে!

পদ্মা। মর্ত্তে বসেছি—মর্ব্ব।

সুন্দরক। মুখের কথায়—যদি মরা যেত—তবে—

পদ্মা।—মুখের কথা! তুমি কি বোঝনা যে আমি তিল তিল করে আজ জীবনের শেষ ধাপে পা বাড়িয়েছি। দুই বৎসর পূর্ব্বে তুমি নিশীথে আমার পিতৃগৃহে অবৈধ

প্রবেশের জন্য ধৃত হয়েছিলে—তোমার জীবন মৃত্যুর সেই সন্ধিক্ষণে তোমার অশ্রুভারাবনত সেই তরুণ মুখশ্রী দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। তার পর পিতার নিকট নতজানু হয়ে তোমার মুক্তি ভিক্ষা চেয়ে চোখের জলে পিতার সম্মতি আদায় করে যে দিন তোমার কণ্ঠে আমি বরমাল্য অর্পণ করেছিলাম—সেইদিন—সেই দিনই আমি আমার অজ্ঞাতেই বিষপান করেছি — যাও, আর কথাতে কাজ নেই—তোমার উৎসবের সময় হয়ে এসেছে......[বাতায়ন পথে তাকাইয়া] কি সুন্দর ঐ জ্যোৎস্না !—না সহ্য হয় না। [অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন]

সুন্দরক। যেতে বলছ···যাচ্ছি। কিন্তু স্বর্ণ মুদ্রা সঙ্গে না নিয়ে যে যেতে পারছি না-পদ্মা—

পদ্মা। আমি এক কপর্দ্দকও দেব না—

সুন্দরক। দেবে না ?

পদ্মা। কখ্‌খনো নয়।

সুন্দরক। [ক্রুদ্ধ হইলেও আত্মসংবরণ করিয়া] দেবে না ?

পদ্মা। কি স্বত্বে তুমি আমার নিকট এ অর্থ দাবী কচ্ছ ?

সুন্দরক। তবে শোন···লুকোচুরি করে লাভ নেই।

সেই বিবাহ-বাসরে কি মন্ত্র পাঠ ক'রে তোমায় গ্রহণ করেছিলাম জানি না ; কিন্তু যদি বিবাহই করে থাকি—তবে তোমার দেহ মনকে নয়—পিতার উত্তরাধিকারিণী রূপে তোমার ধনৈশ্বর্য্য যা কিছু ছিল .. তাই ! আমার সোজা কথা—

[পদ্মা । [বিস্মিত হইয়া, পরে সহজভাবে] এই কথা ; [পালঙ্ক হইতে উঠিয়া] তা এটা এতদিন আমায় মুখ ফুটে বলনি কেন ?

সুন্দরক । অন্ততঃ তোমার পিতার প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর, আমার কথায়, কাজে, আমার ভাবে, ভঙ্গিমায় এ কথা তোমার আপনা হতেই বোঝা উচিত ছিল !

পদ্মা । তা বটে ! হাঁ তবে,—না...আচ্ছা, আজকের মত তুমি যা চাইছ—আমি দিচ্ছি । কিন্তু, তার পর কি কর্ব্ব বলতে পারি না ।—[অলিন্দ সংলগ্ন দ্বার পথে দ্বিতলে প্রস্থান ।]

সুন্দরক । [প্রস্থান পরায়ণা পদ্মার দিকে তাকাইয়া রহিলেন—পদ্মা প্রস্থান করিলে পর] কি কর্ব্ব । উপায় নেই । সে যখন আমার নিকট স্বর্ণমুদ্রার এই দক্ষিণা চেয়েছে—আমাকে দিতেই হবে—আমি দেব ! তাকে আমি আমার প্রণয় নিবেদন করেছি—সে

প্রত্যাখ্যান করেছে। এর পূর্ব্বে কতদিন নিমন্ত্রণ করেছি—সে গ্রহণ করেনি। আজ যখন আমার উপর তার অনুগ্রহ হয়েছে...সে অনুগ্রহ আমি বরণ কর্ব্ব...অন্ততঃ একটি রাত্রের জন্যও আমি সেই বিশ্ববাঞ্ছিতা নারীকে পূজা কর্ব্বার সৌভাগ্য ক্রয় কর্ব্ব। আমি তাকে যখন আমার অর্ঘ্য দান কর্ব্ব—সে কি সস্মিত দৃষ্টিতে আমার পানে একটিবার চাইবে না? আমি তাকে যখন আমার নৈবেদ্য দান কর্ব্ব—সে কি আবেগে একটি গান গাইবে না?

[বাহিরের দ্বারে মৃদু করাঘাত]

সুন্দরক। [ত্বরিৎ পদে দ্বারদেশে যাইয়া]..... কে?

[উত্তর আসিল...“আমি”]

সুন্দরক। [বিচলিত হইয়া]—অম্বা?

[উত্তর আসিল—“দোর খুলেই দেখ না—”]

সুন্দরক। (একটু ভাবিয়া) আচ্ছা—এস।

[দ্বারোদ্‌ঘাটন করিলেন—মহার্ঘ সাজ সজ্জা ভূষিতা বারাঙ্গনা-শ্রেষ্ঠা অম্বা প্রবেশ করিলেন]

সুন্দরক। (সাগ্রহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সানুনয়ে)

আমার একি সৌভাগ্য! বড় বিলম্ব হয়ে গেছে—না?—আমি এখনি যাচ্ছিলাম—বড় কষ্ট দিয়েছি—

অম্বা। গৃহে নব যুবতী স্ত্রী—বিলম্ব যে হবে তা আমি জান্‌তাম। কাজেই ব্যর্থ প্রতীক্ষার ব্যথা সইনি—নিজেই চলে এলাম।

সুন্দরক। কিন্তু নিমন্ত্রিত অতিথিরা…বিশেষতঃ মহারাজ বিম্বিসার?

অম্বা। তাঁদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। তাঁরা এখন নেশায় রঙ্গীন হয়ে স্বপ্নলোকে খেলা কর্চ্ছে: অভিসারের আনন্দ বহুদিন পাইনি—আমি চুপি চুপি তোমার এখানে চলে এলাম।

সুন্দরক। বেশ হয়েছে। তবে এসো অম্বা, আজ এই দরিদ্রের ভবনই তোমার নুপূর গুঞ্জনে—তোমার কল হাস্যে মুখরিত হোক্—তোমার চরণ রেণু বুকে নিয়ে এই কক্ষের পাষাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হোক্—

[অম্বার হাত ধরিলেন]

অম্বা। কিন্তু আমার মুখে যে আর কথা ফুটছে না সুন্দরক! এখানে যে আমার দম আটকে আস্‌ছে

সুন্দরক। কেন অম্বা ?

অম্বা। [বিস্ফারিত নেত্রে] পায়ের তলের ঐ পাষাণ... ওতো মৃত্ত নয়...নীচে কি আগুন জলছে ? চারিদিকের এই প্রাচীর—ওতো অচল নয়...সুন্দরক। সুন্দরক ! ওরা কি আমায় গ্রাস কর্ত্তে আস্‌ছে ?

সুন্দরক। সে কি ?

অম্বা। তাইত ! তাইত ! এ কি !

সুন্দরক। তুমি আজ নেশায় ভরপুর দেখছি !

অম্বা। [চমকিয়া উঠিয়া] তাই কি ? [পরে তাঁহার দিকে স্থির নেত্রে চাহিয়া] ঠিক বলেছ। হাঃ হাঃ হাঃ...

সুন্দরক। চল, আমার প্রমোদ কক্ষে চল—

অম্বা। তোমার স্ত্রী কোথায়, সুন্দর ?—তাকে আমায় একবার দেখাতে পার ?—দেখতে চাই...কি সে যার জন্য তুমি আমায় নিমন্ত্রণ করেও আমায় অভ্যর্থনা করে আনতে যাও নি ? সে কি এতই সুন্দর ?—আমারো চেয়ে ?

সুন্দরক। বোধ হয় তোমারো চেয়ে—

।—আমার মত তার মুখ ? আমার মত তার চোখ ?

সুন্দরক। ঠিক্ তোমার মত তার মুখ—ঠিক্ তোমার মত তার চোখ—

অম্বা। তবে তুমি আমার পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াও কেন সুন্দরক?

সুন্দরক। তুমি যে অম্বা—আর সে যে পদ্মা...

অম্বা। অর্থাৎ?

সুন্দরক। এর আর অর্থাৎ নেই। যদি থাকতো, তবে পতঙ্গ প্রদীপের আগুনে ঝাঁপ দিতে না ছুটে ঐ নীলাকাশে চাঁদের পানে চেয়ে ছুটতো—

অম্বা। হুঁ! সুন্দর, আমি অতিথি, অতিথির দক্ষিণা দাও।

সুন্দরক। অবশ্য দেব...একটু অপেক্ষা কর অম্বা।

অম্বা। না এখনি চাই! আমি আর বিলম্ব কর্ত্তে পাচ্ছিনে...

সুন্দরক। এখনি?

অম্বা। এখনি। এই মুহূর্ত্তে। তোমার প্রদীপের তেল ফুরিয়ে গেছে।

সুন্দরক। এই জন্যই কি আমি স্ত্রী পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছি?

অম্বা। এই কথা! [শ্লেষ পরিপূর্ণ হাস্য] সুভদ্রকে এ

কথা বলো না কিন্তু—খবরদার—সে আমার জন্য, তার স্ত্রীর খাদ্যে তার অজ্ঞাতে বিষ মিশিয়ে দিয়ে নিষ্কণ্টক হয়েছিল।...জানো?

সুন্দরক। [মাথা নত করিয়া নীরব রহিলেন]

অম্বা।···দেখো···কুলীরক যেন তোমার এই অপূর্ব্ব আত্ম-ত্যাগের কথা না জানতে পারে! তবে সে বড়ই লজ্জা পাবে। সে আমার জন্য তার বৃদ্ধ পিতা কর্ত্তৃক নিত্য তিরস্কৃত হওয়াতে তার বুকে নিজহাতে ছুরী বসিয়েছিল।...জানো?

সুন্দরক। [নীরব রহিলেন]

অম্বা। আর আমি আমার প্রথম প্রণয়াস্পদের জন্য কি করেছিলুম জানো?

সুন্দরক। তুমি!

অম্বা। হাঁ, আমি! তিনি ছিলেন এক নিঃসহায় দরিদ্র রাজপুত্র। তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তাঁর সিংহাসন লাভের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। তাঁর ঐ অনিশ্চিত সিংহাসনকে সুনিশ্চিত কর্ব্বার জন্য অর্থের প্রয়োজন। এ দিকে আমার পিতার প্রতিশ্রুতি অনুসারে পিতৃবন্ধু এক পুত্রের সঙ্গে নিজের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখন আমাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হল—তখন,

বিবাহের পূর্ব্ব হতেই যাঁকে হৃদয় মন ইহকাল পরকাল সমর্পণ করেছিলুম—আমার সেই জীবন-দেবতার সাহায্যের জন্য আমার বিবাহিত স্বামীর ধনরত্নের বিপুল ঐশ্বর্য্য, প্রতি নিশীথে ক্রমে ক্রমে চুরি করে, তাঁর হাতে তুলে দিয়ে শেষে একদিন স্বামীর হাতে ধরা পড়ি।

সুন্দরক। [রুদ্ধ নিঃশ্বাসে]—তার পর ?

অম্বা। বিজয়িনী অম্বার মনোবাসনা ষোলকলায় পূর্ণ হল। স্বামী মনোদুঃখে গৃহ ত্যাগ কর্লেন। আমি আমার প্রণয়াস্পদকে দুই সিংহাসনেই সুপ্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে পার্লুম…এক সিংহাসন রাজসভায়,—আর এক সিংহাসন আমার শয়ন কক্ষে।

সুন্দরক। আর তোমার স্বামী? তাঁকে কি তুমি? হত্যা…?

অম্বা।—না প্রয়োজন হয় নি। যে মনোদুঃখে গৃহ ত্যাগ করে সে কৃপার পাত্র—হত্যার নয়।

সুন্দরক। অম্বা! স্ত্রীকে ভালবাসি কিনা জানি না—কিন্তু তবু আমি মুক্তকণ্ঠেই বলব—সে আমার সতী সাধ্বী স্ত্রী। আদর যত্ন সোহাগ,—সে আমার কাছে কিছুই পায়নি—যদি কিছু পেয়ে থাকে তবে সে শুধু

নির্য্যাতন! তবু স্ত্রী হয়েও আমার মনস্তুষ্টির জন্য আমার পাপ—প্রবৃত্তির ঘৃতাহুতির মূল্য এতদিন সেই-ই যুগিয়ে এসেছে—আজও—

[পদ্মার প্রবেশ]

পদ্মা।...না, আজ আর নয়।

[সকলেই সচকিত হইয়া উঠিলেন]

সুন্দরক। ছিঃ পদ্মা...

পদ্মা। নির্লজ্জ! লম্পট! লজ্জা করে না—তোমার পিতৃ-পিতামহদের এই পুণ্যপূত দেবায়তনে এক বার-বিলাসিনীকে...

অম্বা।...সুন্দরক—[চোখে আগুন জ্বলিতে লাগিল।]

সুন্দরক।—সাবধান পদ্মা...। উনি অতিথি—অতিথির অপমান আমি সইব না। ভাল চাও তো দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা রেখে চলে যাও—

পদ্মা। আমি এক কপর্দ্দকও দেব না।

সুন্দরক। আবার......

পদ্মা। আবার নয়, সহস্রবার। আমি দেব না—

সুন্দরক। অবশ্য দিতে হবে। কেন তুমি দেবে না?

পদ্মা। তুমি না শুধু আমার বিভব সম্পদ বিবাহ করেছ?

স্বীকার কর্ল্ুম—অধিকার আছে তোমার তার উপর, —যেখান হতে পার তুমি তা গ্রহণ কর। কিন্তু যখন আমার দেহ মনকে বিবাহ কর নি, তখন আমার দেওয়া না দেওয়ার ইচ্ছার উপর তোমার কি হাত আছে?

সুন্দরক। এই কি স্ত্রীর কর্ত্তব্য?

পদ্মা।—আর একটা গণিকাকে স্ত্রীর পবিত্র অন্তঃপুরে এনে তার সম্মুখে স্ত্রীকে চোখ রাঙ্গানই কি স্বামীর কর্ত্তব্য?—দূর করে দাও—দূর করে দাও ওকে—

[বাহিরের দরজার প্রতি হস্ত নির্দ্দেশ করিলেন]

অম্বা। [তাহার দুই চোখ হইতে আগুন বাহির হইতেছিল]—সুন্দরক—আমি না তোমার নিমন্ত্রিত অতিথি? তুমি কি আমাকে এই অপমানের জন্যই এখানে অপেক্ষা কর্ত্তে অনুরোধ করেছিলে?—বল—বল—

সুন্দরক। অম্বা! কিছু মনে কোর না। তোমার এ অপমানের প্রায়শ্চিত্ত আমি এখনি কর্ব্ব। আজ আমি আমার এই প্রাসাদ-ভবন ঈশ্বর সাক্ষী করে তোমাকে নিবেদন করছি। আজ হতে আমি এর সমস্ত স্বত্ব

ত্যাগ করলুম। তুমি এই মুহূর্ত্ত হতে এ গৃহের অধিশ্বরী—আমায় ক্ষমা কর অম্বা—

অম্বা। [বিজয় দৃপ্তা হইয়া সগৌরবে পদ্মার প্রতি] এখন যদি তোমাকে আমার গৃহ হতে পদাঘাত করে দূর করে দিই ?

পদ্মা। [অম্বার প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া] কি ! এতদূর—বেশ ! [সুন্দরকের প্রতি সহজ ভাবে] তুমি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ ?

অম্বা। যাঁর গৃহ—তিনি দিচ্ছেন বটে।

পদ্মা। স্বামী তুমি—, তুমি আমায় এই ঘৃণিত অপমান থেকে রক্ষা কর্ব্বে না ? তোমার নিকট আমার মাথা রাখবার ঠাঁইটুকুও কি মিলবে না ?

অম্বা। সে প্রার্থনা যদি এখন কারো কাছে কর্ত্তে হয় তবে ওখানে নয়—এইখানে—আমার কাছে—

পদ্মা। [তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া—সুন্দরকের প্রতি] তুমি আমার কথার উত্তর দাও—

সুন্দরক। [নীরব রহিলেন]

অম্বা। উত্তর তুমি পেয়েছ।

পদ্মা। বেশ ! তবে...[আর বাক্য স্ফুরণ হইল না—হঠাৎ ঘুরিয়া দ্বিতলের পথে চলিয়া গেলেন] [সুন্দরক

ও অম্বা ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন—পরে অম্বা সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন]

অম্বা। ঠিক বলেছ সুন্দরক! এ নারী আমারই প্রতিবিম্ব। দেখে আমারই ভুল হয়েছিল...আমার চোখ ঝল্‌সে গিয়েছিল।

সুন্দরক। শুধু চোখে, মুখে, চেহারায় ও তোমার প্রতিবিম্ব নয়—তেজে, অভিমানে—ও তোমারই ছবি।

অম্বা।—কিন্তু ওকে যে আমার জড়িয়ে ধর্ত্তে ইচ্ছে কচ্ছে সুন্দরক! কৈ, সুরা কৈ?—সুরা আনো। আজ এ আমার দুঃখের রাত—কি আনন্দের রাত বুঝতে পাচ্ছি না!—আমায় তুমি মাতাল করে রাখ বন্ধু!

সুন্দরক।—এস পালঙ্কে এসে বস [তাঁহাকে পালঙ্কে লইয়া বসাইলেন]

অম্বা। উঃ! আমার চোখ ঝল্‌সে গেছে। আমার চোখ ঝল্‌সে গেছে। উঃ কি আলো—! কি দীপ্তি!

সুন্দরক।—কোথায় অম্বা?

অম্বা।—তার চোখে,—তার মুখে [সহসা প্রকৃতস্থ হইয়া] —না না, এই কক্ষে। উঃ, প্রদীপ নিবিয়ে দাও—নিবিয়ে দাও—

সুন্দরক।—দিচ্ছি। [দীপ নির্ব্বাণ। বাতায়ন পথে সমুজ্জ্বল চন্দ্রালোক কক্ষ পরিপ্লাবিত করিল।]

অম্বা। কি সুন্দর জ্যোৎস্না! [বাহিরে চাহিয়া] তাই তো! [চন্দ্রের পানে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে] চাঁদের মুখে কি আজ জয়ের হাসি? [হঠাৎ পালঙ্ক হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া] সুন্দরক! সুরা আনো, বীণা আনো… ঐ লতা কুঞ্জে চল… [সুন্দরকের হাত ধরিয়া] আর—আর—বিম্বিসারকে একবার খবর দাও। শোন সুন্দরক—আজ রূপে, রসে, গানে, গন্ধে চাঁদের ঐ দীপ্ত গরিমার সঙ্গে প্রতি-যোগিতা কর্ব্ব।

[অম্বার গান]

শুধু গাও ঢেলে দাও প্রাণে ভালবাসা
জাগায়ে তোল প্রাণে আকুল পিয়াসা॥
যামিনী যে আজ উল্লাসে হাসে—
বিশ্ব বিহ্বল আনন্দে ভাসে-
বহে মন্দ সমীরণ মুগ্ধ ত্রিভুবন
কানন কুসুম গন্ধে।—

আনো সুর; আনো শুধু নাচ গাও,
নিখিল চরাচর লুপ্ত করে দাও,—
জাগাও জীবন ছন্দে ;—
ঢেলে দাও যৌবন মিলন দুরাশা ॥

[গাহিতে গাহিতে সুন্দরক সহ প্রস্থান

[অলিন্দ পথে পদ্মা ও তাঁহার দাসীর প্রবেশ]

পদ্মা। [দাসীর প্রতি] এই মুহূর্ত্তে আমার পিতৃ ভবনে গিয়ে এই পত্রখানি আমার বৃদ্ধা ধাত্রীর হাতে দাও—

[পত্র লইয়া অভিবাদনান্তে দাসীর প্রস্থান ।]

[অন্য দ্বার পথে নৃপতি বিম্বিসারের প্রবেশ]

বিম্বিসার। অম্বা! তুমি আমাকে নেশায় অজ্ঞান দেখে আমাকে ফেলে রেখে এখানে চলে এসেছ!

পদ্মা। [সবিস্ময়ে] মহারাজ!

বিম্বিসার। [সবিস্ময়ে] এ কি! এ কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! আজ এই পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় ঐ আলো-ছায়ার মাঝখানে একি এক অস্পষ্ট রহস্যে আবার তুমি সেই তরুণী মূর্ত্তিতে

আমার চোখের সামনে উদয় হয়েছে অম্বা যেমন ঠিক চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ব্বে—

পদ্মা।—এ কি মহারাজ! আপনিও আমার অপমান কর্ছেন? এই বুঝি আপনার মনুষ্যত্ব? এই কি রাজধর্ম্ম?

বিম্বিসার। আজ আবার তোমার একি খেলা প্রেয়সী?

পদ্মা। রাজা—রাজা—আমি পরস্ত্রী—

বিম্বিসার। হাঁ, তা জানি—তুমি আজ সুন্দরক শ্রেষ্ঠীর প্রিয়তমা প্রেয়সী। কিন্তু—

পদ্মা। এ—কথা জেনেও আপনি আমার অপমান কর্ছেন? হা ভগবান—

[বসনাঞ্চলে মুখ ঢাকিলেন]

বিম্বিসার। [সবিস্ময়ে] কাঁদছ! সে কি!—কে তোমায় অপমান করেছে?

পদ্মা। [আনত মুখে] কে না করেছে!

বিম্বিসার। তবু শুনি,—কে?

পদ্মা। শুনে আর কি হবে? প্রতিবিধান তার কি আছে? যখন মহারাজ......

বিম্বিসার। হাঁ, আমি রাজা, আমি বিচার কর্ব্ব!

পদ্মা। [নীরব রহিলেন]

বিম্বিসার। বল—আমি বিচার কর্ব্ব……

পদ্মা।—কর্ব্বেন ?

বিম্বিসার। শপথ কচ্ছি, কর্ব্ব। বল—কে ?

পদ্মা। প্রথম—সুন্দরক।

বিম্বিসার। সাক্ষী ?

পদ্মা। ঈশ্বর—

বিম্বিসার। কোথায় সে ?

[অম্বা ও সুন্দরকের প্রবেশ]

[দীপ জ্বলিয়া উঠিল

পদ্মা। ঐ—

সুন্দরক। কে ?

বিম্বিসার। আমি। এ কি ! এ আবার কি ! তুমি অম্বা—ওর সঙ্গে,—[পদ্মার পানে তাকাইয়া] তবে—তাইতো !—একি ?

অম্বা। কে ? রাজা ?

বিম্বিসার। হাঁ, রাজা। কিন্তু আমি কি স্বপ্ন দেখছিলুম ? এ ও কি সম্ভব ?

পদ্মা। বিচার যে সম্ভব নয়—রাজা শপথের যে কোনও মূল্য নেই—তা আমি জানতুম রাজা……।

বিম্বিসার। [পদ্মার পানে তাকাইয়া] না, না, আমি বিচার কর্ব্ব—সত্য বিচার কর্ব্ব। তোমার চোখের জল এখনও জ্বল জ্বল করছে···আমি ও জল মুছে দেব।—কেন জানিনে, আমার মনে হচ্ছে যেন তুমি আমার—তুমি আমার—

পদ্মা। [বিম্বিসারের কথা শেষ না হইতেই তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া]—প্রজা—নিঃসহায়া, নির্য্যাতিতা প্রজা।

বিম্বিসার।—হাঁ, আমি রাজা······প্রজার পিতৃতুল্য রাজা······আমি বিচার কর্ব্ব।—শোন সুন্দরক—আজ হতে তুমি আমার রাজ্য হতে নির্ব্বাসিত।

অম্বা। [উন্নত গ্রীবায় দৃপ্ত কণ্ঠে] কেন?

বিম্বিসার।—বিচার।

অম্বা। [শ্লেষ পূর্ণ স্বরে]—বিচার?

বিম্বিসার। বেশ!—না হয় রাজ-আজ্ঞা।

অম্বা। [চোখ রাঙ্গাইয়া]—রাজা, সাবধান—

বিম্বিসার।—কাকে চোখ রাঙাচ্ছ অম্বা?

অম্বা।—তোমাকে।

বিম্বিসার। [গম্ভীর স্বরে] কি স্পর্দ্ধায়?

অম্বা। [ধীর স্থির স্পষ্টস্বরে] তোমার উপর আমার অধিকারের স্পর্দ্ধায়—

বিম্বিসার। [উত্তর শুনিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন। পরে ধীর গম্ভীর স্বরে] ঠিক্। তোমার অধিকার আমি অস্বীকার করি না।—কেমন করে কর্ব্ব! আজ পর্য্যন্ত আমার ক্ষীণ রাজশক্তিকে তুমিই তোমার কৃপা-দত্ত অর্থে পুষ্ট ক'রে রেখেছ। তোমার ঘৃণ্য দানের উপরই আমার রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। তুমি তোমার রূপ যৌবন দিয়ে আমার শত্রু মিত্র সবাইকে বশীভূত করে রেখেছ।—কিন্তু আর নয়। পাপ যথেষ্ট হয়েছে। আজ তার প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বার জন্য আহ্বান এসেছে। এখন এই ঘৃণ্য কলুষিত রাজত্ব ত্যাগ করে আমাকে সেই আহ্বান মান্য করতে হবে।

অম্বা। [বিদ্রূপ স্বরে] প্রায়শ্চিত্তের আহ্বান এসেছে?—কোথা থেকে এলো?—কে আনলো?

বিম্বিসার। [হঠাৎ পদ্মার হাত ধরিয়া]—এসেছ এই বালিকা। অম্বা এই নাও তোমার দান—আমার রাজদণ্ড—

সুন্দরক। মহারাজ! এ কি!

পদ্মা। [সুন্দরকের প্রতি] পুরুষ হয়ে তুমি জন্মেছিলে

কেন? যদি পুরুষ হয়ে জন্মেছিলে—তবে বিবাহ করে এক স্ত্রীর দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছিলে কেন—কাপুরুষ?

অম্বা। [বিম্বিসারের প্রতি] বিম্বিসার—তুমি যা বলছ—আমাকে কি তা সত্য বলে বিশ্বাস কর্ত্তে হবে? আমি পরিহাস ভালবাসি না রাজা—

বিম্বিসার। আর রাজা নই—সে স্বপ্ন ভেঙেছে। এই মুহূর্ত্তে আমি রাজদণ্ড ত্যাগ করছি।

অম্বা। তবে কি আমি এই বুঝব যে—এই বালিকার জন্য—আমার এ রাজ্য তুমি ত্যাগ করছ?

বিম্বিসার। [অবিচলিত ভাবে] হাঁ,—কর্চ্ছি।

অম্বা।—বুঝে দেখ, জীবনের কতখানি ইতিহাস এর সঙ্গে জড়ানো—কত যুদ্ধ, কত আত্মত্যাগ—

বিম্বিসার। অঙ্গনারী—তুমি বুঝে দেখ। আমি ঠিক বুঝেছি—ঠিক ধরেছি।

অম্বা। [অবিচলিত স্বরে, দৃঢ় হৃদয়ে] কাপুরুষ—তবে দাও, রাজদণ্ড আমার হাতে দাও—

বিম্বিসার। নাও—[অম্বার হাতে রাজদণ্ড তুলিয়া দিলেন।—পরে পদ্মাকে কহিলেন]—এস লক্ষ্মী—আমার সঙ্গে এস।

অম্বা। সাবধান বিম্বিসার! এখনও সংযত হও। রক্ষী—

[রক্ষীগণের প্রবেশ]

[পদ্মাকে দেখাইয়া] ঐ নারীকে বন্দী কর [রক্ষীগণ ছুটিয়া যাইয়া পদ্মাকে শৃঙ্খলিত করিল] [বিম্বিসারের প্রতি] রাজা! এইবার পার ত ঐ নারী—যার জন্য রাজত্ব ত্যাগ কর্লে—তোমার সঙ্গে নাও।—চলে এস—সুন্দরক। [সুন্দরকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া অলিন্দ সংলগ্ন দ্বিতলের সোপান শ্রেণীতে পা দিলেন]

বিম্বিসার। জান না—জান না অম্বা তুমি কি কর্চ্ছ! উন্মাদিনী—এখনও নিবৃত্ত হও—নইলে একদিন এর জন্য তোমাকে অনুতাপ কর্ত্তে হবে।

অম্বা। [মুখ ফিরাইয়া, বিম্বিসারের কথা শুনিলেন—শুনিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বিম্বিসারের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন]—অনুতাপ! [শ্লেষ হাস্যে] প্রতিদ্বন্দিনীকে বন্দী কর্ব্ব—তার জন্য অনুতাপ!—অনুতাপ কর্ব্বে সে—যে নূতন প্রেমের পূর্ণপাত্র মুখে ধরেও পান কর্ত্তে পারল না! [বলিয়াই পুনরায় সগর্ব্বে উপরে উঠিতে লাগিলেন]

বিম্বিসার।—দাঁড়াও প্রগল্‌ভানারী। এখনো বলছি

সাবধান্ ।—বরং আমায় বন্দী করে এই বালিকাকে মুক্ত করে দাও—শোন—

অম্বা। [বিম্বিসার কথা বলিতেই তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া কাণ পাতিয়া তাহা শুনিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইতেই দুই ধাপ নীচে নামিয়া আসিয়া বলিলেন] বটে! এত প্রেম! এত দরদ! [সহসা সাম্রাজ্ঞীর মত আদেশসূচক স্বরে]—সুন্দরক! আমার হাতে এই রাজদণ্ড—এই রাজদণ্ড হাতে নিয়ে মগধের অধিশ্বরী আমি—আমি আদেশ কর্ছি—ঐ কুক্কুরীকে এখনি হত্যা করে আমার নিকট ওর ছিন্নশির নিয়ে এস [আদেশ দিয়াই সদর্পে উপরে উঠিতে লাগিলেন]

সুন্দরক।—আমি হত্যা করব?

অম্বা। [ঘুরিয়া] হাঁ, তুমি।—যাও, নিয়ে যাও—ছিন্নশির—ছিন্নশির—আমি ওর ছিন্নশির চাই—

[প্রস্থান।

[স্তম্ভিত ভাবে সুন্দরক যথাস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন রক্ষীগণ শাণিত ছুরিকা কোষমুক্ত করিল]

বিম্বিসার। [চীৎকার করিয়া] অম্বা—অম্বা!—আদেশ প্রত্যাহার কর! ফের—ফের, দেখে যাও কক্ষগাত্রে কার ঐ চিত্র! তার পর ...রক আদেশ কোরো। অম্বা—অম্বা দেওয়ালের এই ছবির দিকে তাকাও দেখ কার ঐ প্রতিমূর্ত্তি...দেখে, তার পর আদেশ কোরো—

পদ্মা। [কক্ষগাত্রে সংলগ্ন প্রতিমূর্ত্তির পানে চাহিয়া] বাবা—বাবা—আজ তোমার কন্যা আর জামতাকে দেখে তোমার ছবি হেসে উঠেছে—না—চোখের জল ফেলছে?

[সহসা] [সুন্দরকের প্রতি] তুমি কি বল স্বামী?

সুন্দরক। [সুন্দরক এই প্রশ্নে চমকিয়া উঠিয়া বিচলিত হইলেন, রক্ষীগণের প্রতি কহিলেন]—ক্ষণেক অপেক্ষা কর [এই বলিয়াই দ্রুত উপরে উঠিতে লাগিলেন—কিন্তু মাত্র দুই ধাপ উঠিয়াই পরে ঘুরিয়া নামিয়া একেবারে পদ্মার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন] পদ্মা—একটা কথা—শুধু একটা কথা—

পদ্মা।—বল—

সুন্দরক।—বিবাহ-বাসরে যেরূপ পরিপূর্ণ নির্ভরে আমার নিকট আত্ম-সমর্পণ করেছিলে, আজো কি তেমনি

অকম্পিত অবিচলিত হৃদয়ে আমার নিকট আত্ম সমর্পন কর্ত্তে পার ?

পদ্মা। আমার শ্মশানে দাঁড়িয়ে আজ আবার সে কথা কেন ?

সুন্দরক। কথা কয়ো না—পার তুমি ?

পদ্মা। জীবনে যদি তোমার হাত ধর্ত্তে পেরেছিলাম তবে মরণে পারবনা কেন স্বামী—?

সুন্দরক।—চুপ্! আর কথাটি কয়ো না—চলে এস—
[রক্ষীগণের প্রতি] আমার অনুসরণ কর—
[বিম্বিসার ব্যতীত সকলে বাহিরের দুয়ার দিয়া প্রস্থান করিলেন]

বিম্বসার। [মুখ নত করিয়া কি ভাবিলেন—পরে ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া প্রতিমূর্ত্তির পানে তাকাইয়া].. হে ক্ষমাশীল মহাপুরুষ—তুমি আমায় ক্ষমা কোর না—তুমি আমায় অভিশাপ দাও।—আমার সকল বীভৎসতা, সকল ব্যভিচার তোমার ঐ প্রতিমূর্ত্তির মধ্য দিয়ে তোমার মর্ম্মস্পর্শ করেছে—তবু তুমি মূক—স্থির—অচঞ্চল—। তোমার এ ক্ষমার দয়া যে আর সইতে পারি না—তুমি আমায় অভিশাপ দাও যে—

[সোপানে পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিয়া]—কে ?

[ধীরে ধীরে অম্বা সোপান পথে অবতরণ করিতেছিলেন]

অম্বা।—মগধের মহারাণী—। বিম্বিসার—

বিম্বিসার।—আদেশ কর—

অম্বা।—আদেশ কর! এতদূর!—ভালো, পার্ব্বে আদেশ পালন কর্ত্তে ?

বিম্বিসার। যে এতদিন আদেশ করে এসেছে সে আদেশ পালন কর্ত্তেও শিখেছে—। কি আদেশ বল—

অম্বা। বেশ, আদেশ কর্ব্ব...কিন্তু এখন নয়,—একটু পরে—আগে তার ছিন্ন শির আসুক—

বিম্বিসার। [নতজানু হইয়া] আমার একটি অনুরোধ রাখ—এখনো তারা বধ্যভূমিতে পৌছেনি—সে বালিকা, সম্পূর্ণ নিরপরাধ—আমি সমস্ত তোমাকে খুলে বল্‌ব—কিন্তু আগে তার প্রাণভিক্ষা দান কর—তোমার আদেশ প্রত্যাহার কর···আমি মুক্তির বারতা নিয়ে অশ্বারোহণে ছুটে যাই...

অম্বা। অম্বা যা একবার আদেশ করে তা আর প্রত্যাহার করে না। আর, হত্যা এতক্ষণ শেষ!—আমি আমার

চক্ষুর সম্মুখে সেই শোণিত উৎস দেখতে পাচ্ছি—কি রক্ত! কি রং! কি লাল!—বিম্বিসার ও তো রক্ত নয়···ও যে আগুন...সরে দাঁড়াও—সরে দাঁড়ও—আগুন আমাদের গ্রাস কর্ত্তে আস্‌ছে—

বিম্বিসার। নারী...তোমার এই অবিবেচনার জন্য তোমাকে জীবন ভ'রে অনুশোচনা কর্ত্তে হবে--আর সে অনুশোচনা আরম্ভ হয়েছে—

অম্বা। মিথ্যা কথা—। অনুশোচনা নয়—এ আমার জয়োল্লাস! হাঃ হাঃ হাঃ। অকৃতজ্ঞ রাজা! স্পর্দ্ধা তোমার, আমার সম্মুখে ঐ বালিকাকে·· ওঃ মানুষের স্মৃতি কি এতই ক্ষীণ—তার চিত্ত কি এতই দুর্ব্বল?—বিম্বিসার—, আজ একবার—শুধু একবার; মনে কর দেখি তোমার শৈশবের সাথী—সেই সুরূপাকে—মনে পড়ে?

বিম্বিসার।—না পড়ার কারণ ত কিছু দেখি না।

অম্বা। তার পর, সুরূপা যখন কিশোরী হ'ল তখন অন্যের সঙ্গে বিবাহ হবে শুনেই সে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে দূর বনান্তে পালিয়ে যাবার জন্য নিশীথে এসে তোমার দুয়ারে করাঘাত করেছিল—মনে পড়ে? সে দিনও চাঁদনী রাত ছিল—

বিম্বিসার।—মনে পড়ে। আমি দুয়ার খুলতেই তুমি মূর্ত্তিমতী জ্যোৎস্নার মত আমার কক্ষখানি উদ্ভাসিত করে দিলে—

অম্বা। তোমার সিংহাসন লাভের বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী,—তোমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পক্ষীয় সভাসদগণকে উৎকোচ দিয়ে বশীভূত কর্ত্তে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন ছিল—তা তোমার না থাকায় তুমি নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে সেই রাত্রে চোখের জল ফেলেছিলে—মনে আছে ?

বিম্বিসার।—আছে।

অম্বা। [শ্লেষহাস্যে]—আছে ? তার পর বুঝি আর কিছু মনে নাই ?

বিম্বিসার।—কেন থাকবে না—অম্বা ? তুমি আমার চোখের জল সইতে পার্ত্তে না—সেদিনও পারনি। তুমি আমার চোখের জল মুছে দিয়ে বলেছিলে অর্থের জন্য আমার কোন ভাবনা নেই।

অম্বা।—তুমি তখন অবিশ্বাসের হাসি হেসেছিলে—ভেবেছিলে—এক হৃতসর্ব্বস্ব বণিকের কন্যার মুখে ও-কথা—শুধু একটা মিথ্যা আশ্বাস মাত্র! যাক্—তার পর কি হ'ল ?

বিম্বিসার। তার পর— না, সে কথা থাক্।

অম্বা। না-না...থাকবে কেন? আজ নূতন প্রেমের আস্বাদ পেয়ে সে কথা ভুলে গেলে চলবে কেন? তবে আমি বলি—তুমি শোন।—তার পর সেই প্রৌঢ় ধনকুবের সুচিত্র শ্রেষ্ঠীকে হঠাৎ আমি বিবাহ কর্ত্তে সম্মত হলুম। তখন সকলের চেয়ে বিস্মিত হয়েছিলে তুমি—রাগ করে আমার সঙ্গে বিবাহের পূর্ব্বে আর দেখাই করনি—

বিম্বিসার। কখনই যদি আর না করতুম।

অম্বা। [শ্লেষহাস্যে] কেন? কেন বিম্বিসার?

বিম্বিসার।—তবে আজ বিবেকের এই দারুণ কষাঘাত হতে রক্ষা পেতুম।

অম্বা। [শ্লেষপূর্ণ স্বরে] কিন্তু—সিংহাসন—

বিম্বিসার।—তুচ্ছ সিংহাসন— যার জন্য—

অম্বা।—যার জন্য,—বল—বল—

বিম্বিসার।—যার জন্য এক পত্নীকে দিয়ে তার পতির পূর্ণভাণ্ডার শূন্য করতে কোন বাঁধা দিইনি—বরং আনন্দিত হয়েছি।

অম্বা।—বিম্বিসার——

বিম্বিসার। শুধু তাই নয়, যার জন্য সেই পত্নীগত প্রাণ

স্বামী—তাঁর সহধর্ম্মিণীর এই নিষ্ঠুর কৃতঘ্নতা দেখে অভিমানে তাঁর সাধের সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিল !

অম্বা। বিম্বিসার......

বিম্বিসার। হাঁ, তুমি সেই পাপিষ্ঠা স্বরূপা—যে তোমার স্বামীর সেই প্রব্রজ্যা কালে আমার এক আত্মজ কন্যা গর্ভে ধারণ করেছিলে—তার পর ভগবান বুদ্ধের আদেশে তোমার স্বামী যখন গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হলেন—তখন তাঁর ভয়ে সেই কন্যাকে বৃদ্ধা ধাত্রীর ক্রোড়ে ফেলে নির্ম্মমা রাক্ষসীর মত কুলত্যাগ করে পরে—'অম্বা' নামে রূপ যৌবনের পসরা নিয়ে গণিকা বৃত্তি অবলম্বন করেছিলে—

অম্বা। নির্লজ্জ বিম্বিসার ! কুণ্ঠা হল না তোমার ও কথা বলতে ? [হঠাৎ তাঁহার মুখোমুখী হইয়া] ভালো—কার জন্য আমি আমার দেহ বিক্রয় করেছিলাম ?

বিম্বিসার। স্বীকার করি—তুমি নগরের সকল ধনবান শ্রেষ্ঠী—যুবকের রক্ত-শোষণ করে ধনরত্নে আমার দীন ভাণ্ডারই পূর্ণ করে এসেছ—কিন্তু তবু......

অম্বা। [রোষে ও ক্ষোভে] কিন্তু, তবু দুঃখ এই যে তোমার প্রতি আমার আজীবন একনিষ্ঠ প্রেমের

প্রতিদানে আজ তুমি আমাকে ঘৃণায় পরিত্যাগ করেছ! বিম্বিসার—বিম্বিসার—আমার আত্মার সেই একনিষ্ঠ সতীত্বের অপমান কর্ত্তে তোমার আজ এতটুকুও দ্বিধা দেখলুম না—কিন্তু বারাঙ্গণা হলেও আমি নারী—আমার সতীত্ব—সে কি এতই তুচ্ছ?

বিম্বিসার: সতীত্ব!—তোমার সতীত্ব!

অম্বা: হাঁ, আমার সতীত্ব...চমকে উঠোনা রাজা! সতীত্ব শুধু দেহের ধর্ম্ম নয়—আত্মার এক নিষ্ঠাই তার প্রকৃত প্রাণ। শৈশবে আর সকল খেলার সাথী ছেড়ে যার সঙ্গে খেলা কর্ত্তে ছুটতাম—কৈশোরে আর সকলের প্রণয় উপেক্ষা করে যাকে ভাল বেসেছিলাম—যৌবনে পরস্ত্রী হয়েও যাকে আমার জীবন-মন ইহকাল পরকাল কায়মনোবাক্যে নিবেদন করেছিলাম—আমার সেই একমাত্র আরাধ্য দেবতার মুখে হাসিটি দেখবার জন্য,—আমার সেই হৃদয়েশ্বরকে রাজ্যেশ্বর রূপে অধিষ্ঠিত করবার জন্য—আমি কি না করেছি! আমি আমার ঘৃণিত এক প্রৌঢ়ের গলে বরমাল্য দান করেছি—সিংহাসন ক্রয় করিবার জন্য সেই স্বামীর ধনাগার লুণ্ঠন করেছি—পরে তাঁকে তাঁর লক্ষীর সংসার হতে বিতাড়িত করেছি—। তার পর—সিংহাসন সুদৃঢ় কর্ব্বার জন্য

অগণিত অর্থের প্রয়োজন দেখে আত্ম-সম্মান, মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে হাস্যমুখে এই দেহ···এই রূপ-যৌবন বিক্রয় করে কত পশুর রাক্ষসী ক্ষুধা তৃপ্ত করেছি! যখন দুঃখে হাসি পেয়েছে—তখন অভিমানের অশ্রু চোখ হতে জোর-করে নিংড়ে বের কর্ত্তে হয়েছে! যখন কষ্টে কান্না পেয়েছে—তখন অট্টহাস্যে তাদের সুখী কর্ত্তে হয়েছে—! এই যে নরকের যন্ত্রণা—কেন? কার জন্য?—কেমন করে এ ব্যথা আমি সয়ে থাকি?—কার হাস্যমুখের দীপ্ত ছবিখানি হৃদয়ের গুপ্ততম কক্ষে এঁকে কষ্টকে কষ্ট মনে করি না—দুঃখকে উপেক্ষা করি? বল—বল বিম্বিসার—কে—সে?

বিম্বিসার। সে কি জীবনের এক মুহূর্ত্তের তরেও ভুলেছি—অম্বা?

অম্বা। [চীৎকার করিয়া] তুমি ভুলেছ—তাই আজ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ—"তোমার সতীত্ব! সে কি!" তাই আজ আমার ধ্রুবতারার মত একনিষ্ঠ—প্রেম নিয়েও আমি অসতী, আর—সুন্দরকের সেই কুলবধূ মনে মনে তোমাকে আত্ম-সমর্পণ করেও সতীত্বের ডঙ্কা বাজাতে বাজাতে স্বর্গ লাভ কর্ত্তে-গেছে—!

বিম্বিসার। সে আমার নিকট আত্মসমর্পণ করেনি—তার পিতার নিকট করেনি—করেছে তার নিষ্ঠুর স্বামীর নিকট। অবলীলাক্রমে সে তার জন্মদাতা পিতাকে ফেলে তার স্বামীর সঙ্গে চলে গেল—তার শাণিত ছুরিকা বুকে পেতে নিতে—

অম্বা। তার পিতা! তার পিতা এসে পড়েছেন?—কোথায় তিনি?

বিম্বিসার। এইখানে—

অম্বা। এইখানে?

বিম্বিসার। এই কক্ষে—

অম্বা। এই কক্ষে?—বিম্বিসার, তুমি কি জ্ঞান হারিয়েছ?

বিম্বিসার। জ্ঞান আমি হারাইনি—হারিয়েছ তুমি।—হারিয়েছে সেই মা—যে তার নিজের গর্ভের সন্তানকেও চিনতে পারে না।

অম্বা। বিম্বিসার—তার অর্থ?

বিম্বিসার। প্রথমে তার পিতাও চিনতে পারেনি আজ এই কক্ষে জ্যোৎস্নালোকে প্রথমে সে যখন তাকে দেখেছিল তখন তার মনে হয়েছিল—সেই মেয়ের মা-ই বুঝি চতুর্দ্দশ বর্ষের পূর্ব্বকার মূর্ত্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—আর পিতা তার প্রকৃতিগত কাম-দৃষ্টিতে ভ্রান্ত

হয়ে তাকেই আলিঙ্গন কর্ত্তে ছুটে গিয়েছিল—ওঃ তার পর—

অম্বা। সে কি! তার পর?

বিম্বিসার। তার পর, কিছুক্ষণ পরে তার মা এই কক্ষে এলে নির্ব্বাক বিস্ময়ে আমি মুখ ফিরাতেই কক্ষগাত্রে ঐ প্রতিমূর্ত্তি দেখতে পেলুম [প্রতিমূর্ত্তি নির্দ্দেশ করিলেন]

অম্বা। প্রতিমূর্ত্তি!

[প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া]

এ কি! এ যে সুচিত্র!—হাঁ, তাইত ঐ তো তাঁর সেই ক্ষমাময়—বৈরাগ্যময় চক্ষু—[চীৎকার করিয়া] বিম্বিসার—বিম্বিসার—পদ্মা তবে আমারই মেয়ে? আমি তবে নিজের গর্ভের সন্তানকে হত্যা করেছি! তুমি কি করেছ? তুমি কি করলে? এ কথা তুমি পূর্ব্বে আমায় বল্‌লে না কেন?

[মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন]

বিম্বিসার। তার মুখের উপর আমি তাকে জারজ বলে পরিচিত কর্ত্তে পারি না অম্বা—!

অম্বা। [হঠাৎ উঠিয়া] ছিন্ন শির! ছিন্ন শির!—
কোথায় তার ছিন্ন শির?

বিম্বিসার। তার স্বামী তোমাকে খুসী কর্ব্বার জন্য নিজ হাতে তা তোমার চরণে ডালি দিতে নিয়ে আস্‌ছে।

অম্বা।—পালাই—পালাই—না—কোথায় সুন্দরক……
কোথায় সে?

[উদ্ভ্রান্তভাবে প্রস্থানোদ্যম]

[সুচিত্রের প্রবেশ]

[সুচিত্রকে দেখিয়াই অম্বা থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন]

সুচিত্র। [অম্বাকে] আপনিই কি আর্য্যা অম্বা?

অম্বা। [প্রশ্ন শুনিয়াই দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন]

বিম্বিসার। আপনার অনুমান সত্য!

সুচিত্র। [অম্বার প্রতি] বেণুবনে বসে আমার কন্যার ধাত্রীর হাতে তার লেখা একখানা চিঠি পেয়ে আমি এখানে এসেছি। তাতে সে আমাকে জানিয়েছে যে তার স্বামী আপনাকে গৃহস্বামিনী করে তাকে গৃহ-নির্ব্বাসিতা করেছে। কোথায় সে? সে যে আমার

বড় স্নেহের—বড় কষ্টের ধন! দয়া করে বলুন কোথায় সে—

অম্বা। [দুই হাতে মুখ ঢাকিয়াই] বিম্বিসার—বিম্বিসার—কোথায় সে?

সুচিত্র। [বিম্বিসারের নাম শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলেন—পরে রাজাকে চিনিতে পারিয়া] মহারাজ—! আপনি! এখানে!

বিম্বিসার। আর আমি মহারাজ নই।—ভিক্ষু শ্রেষ্ঠ!—আজ রাজ্য নয়—আজ আমি শুধু শান্তি চাই—শান্তি চাই—যে শান্তি আপনার ঐ ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে ভাস্‌ছে—ঐ শান্তির এক কণা আমি ভিক্ষা চাই। পাবো? ভিক্ষুবর;—বলুন পাবো?—জ্বলে গেল—জ্বলে গেল দেহ মন জ্বলে গেল—

[রাজপথ দিয়া সশিষ্য বুদ্ধদেব বেণুবনে গমন করিতেছিলেন। শিষ্যগণের জয়ধ্বনি ঠিক এই সময়ে শোনা গেল—। সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি']

সুচিত্র। [সেই ধ্বনিতে যোগ দিলেন] বুদ্ধং শরণংগচ্ছামি!

বিম্বিসার। [সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন] "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।"

সুচিত্র ! [রাজাকে জয়ধ্বনিতে যোগদান করিতে দেখিয়া—চমকিত হইয়া তাঁহার পানে তাকাইয়া বাহিরের জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে] 'ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।'

বিম্বিসার। ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

সুচিত্র। সংঘং শরণং গচ্ছামি !

বিম্বিসার। সংঘং শরণং গচ্ছামি।

সুচিত্র ! [বিম্বিসারকে] বুঝেছি—তবে আপনারও ডাক এসেছে। তবে চলুন রাজা—ভগবান সশিষ্যে বেণুবনে চলেছেন—সেখানে গিয়ে একসঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করি—।

বিম্বিসার। চলুন—শীঘ্র চলুন—

সুচিত্র। [অম্বার প্রতি] পদ্মা কোথায় - বলুন, শীঘ্র বলুন —আমার যে আর দাঁড়াবার সময় নেই !

অম্বা। [উর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন—তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রু-ধারা বহিতেছিল]

সুচিত্র।—ওকি আর্য্যে ?

বিম্বিসার। ভিক্ষুবর সংক্ষেপে শুনে রাখুন—সে স্বর্গে—।

সুচিত্র। [স্তম্ভিত হইয়া পরে প্রশান্ত ভাবে]—যাক্ আজ তবে মুক্তি। প্রথম যখন ভগবানের চরণতলে আশ্রয় নিলুম—কিছুদিন পরে ভগবান বল্লেন—'সংসারে

তোমার প্রয়োজন হয়েছে—গৃহে যাও।' দুই বৎসর পরে গৃহে যেয়ে দেখি আমার স্ত্রী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে; আমার গৃহ প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে গৃহত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। সেই মাতৃহারা শিশুকে ভগবানের দান মনে করে, ফেলতে পারলুম না—কি কষ্টেই না তাকে আমার লালন পালন কর্ত্তে হল—তার পর সে বিবাহ যোগ্যা হলে তাকে তারই মনোনীত স্বামীর হাতে সমর্পণ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলুম—কিন্তু মায়ামুক্ত হতে পারিনি। আজ আমার জীবনের সেই একমাত্র স্নেহ বন্ধন খসে গেল!···

[সকলেই নিস্তব্ধ রহিলেন—পরে সুচিত্র সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন] চলুন মহারাজ—[ধীর পাদ বিক্ষেপে উভয়ে যাইতেছিলেন এমন সময় পশ্চাৎ হইতে অম্বা বিম্বিসারকে আবেগ পূর্ণ কণ্ঠে ডাকিলেন।]

অম্বা। বিম্বিসার, দাঁড়াও।

[বিম্বিসার এবং সঙ্গে সঙ্গে সুচিত্র ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।]

[বিম্বিসারের প্রতি] তুমি আমার আদেশ পালন কর্ব্বে বলেছিলে—সেই আদেশ আমি এখন কর্ব্ব।

বিম্বিসার। এখন! এখন যে তুমি আদেশ কর্বে শুনে ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠ্‌ছে অম্বা—

অম্বা। তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর—

বিম্বিসার। হুঁ। বেশ...কি আদেশ?

অম্বা। এই রাজদণ্ড গ্রহণ করে আমায় মুক্তি দাও—

বিম্বিসার। [নতজানু হইয়া] অম্বা—ক্ষমা কর—ক্ষমা কর অম্বা—

অম্বা। [অবিচলিত হৃদয়ে দৃঢ়স্বরে]—নাও, আমার আদেশ, নাও—

বিম্বিসার। [উঠিয়া] কিন্তু—

অম্বা। আর কিন্তু নেই।—নাও—আমার আদেশ পালন কর—

বিম্বিসার। [রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া] তবু—

অম্বা। বৃথা অনুনয়। নৃপতি বিম্বিসার—তুমি তোমার সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে আমাকে দিয়ে আমার কন্যাকে হত্যা করিয়েছ—এ তারি প্রতিশোধে—[পৈশাচিক হাস্য] হাঃ হাঃ হাঃ [পরে হঠাৎ শান্ত হইয়া] চলুন ভিক্ষুবর—

সুচিত্র। কোথায়?

অম্বা। যেখানে আপনি চলেছেন।

সুচিত্র। আমি বেণুবনে যাচ্ছি!

অম্বা। আমিও বেণুবনে যাব।

সুচিত্র। বেণুবনে?

অম্বা। হাঁ, বেণুবনে।

সুচিত্র। কেন যাচ্ছেন জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি?

অম্বা। রাজা বিম্বিসার যাচ্ছিলেন কেন?

সুচিত্র। বোধ হয় তাঁর আহ্বান এসেছিল—

অম্বা। আমারও আহ্বান এসেছে। শুধু একজনের আহ্বান নয়—দুজনের। আমার ভুল ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য স্বর্গ হতে ডাকছে পদ্মা—আর স্বর্গ কি নরক জানি না—সেখান হতে মায়াবিনীর স্বরে ডাকছে সুরূপা। কোথায় যাব ঠিক করতেই বেণুবনে চলেছি।

সুচিত্রা।—একি!—তবে তুমিই সেই…এতক্ষণে বুঝলুম। হুঁ—এমন পরীক্ষায় আর কখনো পড়িনি। [কি ভাবিলেন—পরে অবিচলিত চিত্তে]—বেশ, এসো।

বিম্বিসার। শুনুন ভিক্ষুবর—আজ আমার নবজীবনের সূত্রপাত। তাকে পুণ্য-পূত কর্ত্তে চাই—ভগবান তথাগতের মঙ্গলাশীষে। আমি তাঁকে এখানে নিমন্ত্রণ কর্ছি—

সুচিত্র। বেশ—আমি তাঁর নিকট যেয়ে এ নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন কচ্ছি—তিনি বোধ হয় সশিষ্যে এই গৃহের সম্মুখেই এসে পড়েছেন। তবে আমি আসি—

অম্বা। [বিম্বিসারের প্রতি] আমিও আসি রাজা।

[উভয়ের প্রস্থান।

[বিম্বিসার তাঁহাদিগের দিকে তাকাইয়া রহিলেন; পরে তাঁহারা দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে তাঁহাদিগকে দেখা যায় কি না দেখিবার জন্য বাতায়ন পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

[অলিন্দ সংলগ্ন দ্বার পথে সুন্দরকের প্রবেশ)

সুন্দরক। রাজা—অম্বা কই?

বিম্বিসার। [চমকিয়া উঠিয়া]—কে—সুন্দরক? পদ্মা... [মুখ ঘুরাইয়া] না, যাও, তুমি আমায় মুখ দেখিয়ো না—যাও—দূর হও—

সুন্দরক। [কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া] হাঁ, যাব, কিন্তু একটু প্রয়োজন আছে। একবার অম্বার সঙ্গে দেখা করে তবে যাব।

বিম্বিসার। [তাঁহার দিকে কি না তাকাইয়া] আমার সম্মুখে তার ছিন্ন শির বের কোরোনা—সাবধান—যাও সেই রাক্ষসীর চরণে ডালি দিয়ে এস—

সুন্দরক। রাজা—রাজা—আমি সেই রাক্ষসীর চরণে ছিন্ন শির ডালি দেব বলেই এসেছি।—তবে সে ছিন্ন শির পদ্মার নয়—আমার।

বিম্বিসার।—সে কি!

সুন্দরক। রাজা—যে প্রাণে তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিতুম—সে প্রাণকে সে-ই একদিন মৃত্যুর দুয়ার হতে ফিরিয়ে এনেছিল—তার-ই দেওয়া প্রাণে তাকে আঘাত কর্‌বার কতটুকু শক্তি থাকে রাজা? আমি তাকে হত্যা করিনি। রাজ-আজ্ঞা অমান্য করে তাকে আমি মুক্তি দিয়েছি—। মুক্তি দিয়ে ফিরে এসেছি। রাজ-আজ্ঞা অমান্যের জন্য—শাস্তি স্বরূপ এই লম্পট হত-ভাগ্যের ছিন্নমুণ্ড তাঁর চরণে ডালি দিতে—।

বিম্বিসার। বটে, বটে, সুন্দরক [ছুটিয়া সুন্দরকের হাত ধরিয়া] সে বেঁচে আছে? তবে সে বেঁচে আছে?

সুন্দরক। শুধু বেঁচে নেই—জীবনে রসে ভরপুর হয়ে আছে। ঐ বুদ্ধ দেবের শিষ্য দলের আগে আগে

সে তার দিব্য দীপ্তিতে পথ আলোকিত করে চলেছে—

বিম্বিসার। সুন্দরক! আমায় ক্ষমা কর তুমি—তুমি জানো না সে আমার কে?

সুন্দরক। কে?

বিম্বিসার। সে আমার—সে আমার কন্যা!

[বাহিরের দ্বার পথে পদ্মার প্রবেশ]

পদ্মা। [বিম্বিসারের নিকট ছুটিয়া যাইয়া] শুনতে পেলুম এখানে বাবা এসেছিলেন—তিনি কোথায় রাজা?

বিম্বিসার। তিনি এইমাত্র তোমার মাকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান বুদ্ধদেবকে এখানে নিমন্ত্রণ করে আনতে গিয়াছেন—

পদ্মা। মা! আমার মা!

বিম্বিসার। হাঁ, তোমার মা—

পদ্মা। যে আমার পিতাকে বঞ্চনা করেছিল—সেই মা?

বিম্বিসার। তবু তোমায় গর্ভে ধরেছিল—পদ্মা!

পদ্মা।—কৃতার্থ করেছিল!—

বিম্বিসার। জননী অশ্রদ্ধার পাত্রী নয় মা!

পদ্মা। গর্ভে ধারণ করাতেই নারী সন্তানের পূজ্যা হয় না রাজা! অসহায় সন্তানকে লালন পালন করাতেই মা সন্তানের দেবতা—যে তা না করে—সে মা নয়—রাক্ষসী। কোথায় সে?

[সোল্লাসে অম্বার প্রবেশ]

অম্বা। [ছুটিয়া বিম্বিসারের সম্মুখে যাইয়া] শোন রাজা—ভগবান আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন—কি অর্ঘ্য দেব জান?—

সুন্দরক। [পদ্মাকে জনান্তিকে] পদ্ম—পালাও—পালাও।

পদ্মা। কেন পালাব স্বামী?

অম্বা। [ঐ কথা শুনিয়াই চমকিয়া উঠিয়া তাকাইয়া দেখেন—পদ্মা]—পদ্মা—তুই? [ছুটিয়া যাইয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন] এ কি স্বপ্ন না সত্য? সুন্দরক! তবে তুমি একে হত্যা করনি?

সুন্দরক। [অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া] না—বিনিময়ে নিজের শির দিতে এসেছি—

অম্বা। আমার কান্না পাচ্ছে—আমার কান্না পাচ্ছে! সুন্দয়ক—যদি একে হত্যা কর্ত্তে—তবে তোমাকে কি কর্ত্তুম জান? [উত্তর না পাইয়া কটি হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া—রোষ কষায়িত নয়নে]—তা হলে তোমায় আমি স্বহস্তে হত্যা কর্ত্তুম। [আবেগে] আনন্দে আমার কান্না পাচ্ছে! আয় মা—আমার বুকে আয়। [এই বলিয়া পদ্মাকে জড়াইয়া ধরিলেন]

পদ্মা। [তাঁহার আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতে করিতে]—ছাড়ো—আমায় ছেড়ে দাও তুমি—

অম্বা। [হঠাৎ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে] আমায় ক্ষমা কর্ মা—আজ ভাগ্যদোষে আমি অম্বা—কিন্তু [পদ্মার কানে কানে কি কহিলেন]

পদ্মা। বটে! তুমিই সেই রাক্ষসী? স্বীকার না হয় করলাম তুমি আমাকে গর্ভে ধরেছিলে—কিন্তু তোমার লালসার ক্ষুধা পরিতৃপ্ত কর্ত্তে যেয়ে, আমায় গর্ভে ধরেছিলে ব'লেই মায়ের গৌরব লাভ কর্ত্তে তোমার কি অধিকার আছে? মায়ের কাজ তুমি কি করেছ?

তুমি আবার মা ! [অম্বা এক পাশে যাইয়া মুখ নত করিয়া রহিলেন]

[সুচিত্রের প্রবেশ]

সুচিত্র। [পদ্মার প্রতি] মা—ভগবানের নিকট শুনলুম তুই প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর্ত্তে গিয়েছিলি—আমি জানতাম তুই আমাকে মায়া মুক্ত করে জন্মের মত চলে গেছিস্ !

পদ্মা। বাবা—বাবা—[ছুটিয়া তাঁহার বুকে পড়িয়া—অম্বাকে দেখাইয়া] দেখছ ? দেখছ ? ঐ রাক্ষসীকে দেখ্‌ছ ?—চল এখান থেকে পালাই।

সুচিত্র। রাক্ষসী নয় মা—তোর জননী…স্বর্গাদপি গরিয়সী জননী ! পদ্মা এই তোর মা !

পদ্মা। [সুচিত্রের প্রতি] বাবা—ও মা নয়—ও রাক্ষসী—

সুচিত্র। যখন ওকে আমি ক্ষমা কর্ত্তে পেরেছি, তখন তুই কেন পারবি না মা ?—সুরূপা এই নাও… তোমার মেয়ে নাও।

[পদ্মাকে অম্বার হাতে সঁপিয়া দিলেন]

অম্বা। [আনত মুখেই ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া পরে মুখ] তুলিয়া] আমায় তুমি স্পর্শ কোরো না—মা !—আমি অন্য জগতের—[মুখ নামাইলেন]

[দ্বারে করাঘাত হইল]

সুচিত্র। [শশব্যস্ত] ভগবান—ভগবান ! [বিম্বিসার ত্বরিৎপদে যাইয়া—দারোদ্‌ঘাটন করিলেন। শান্ত—সৌম্য প্রসন্ন-নয়ন পূর্ণ-দর্শন মূর্তিমান বুদ্ধদেব দৃষ্টিগোচর হইলেন। কি এক স্বর্গীয় আভায় কক্ষ দীপ্তোজ্জ্বল হইল।]

[অম্বা ব্যতীত সকলে আবৃত্তি করিলেন।]

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"

"ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি"

"সংঘং শরণং গচ্ছামি।"

[আবৃত্তি অন্তে তাঁহারা প্রণত হইলেন। ভগবান তাঁহার কর-কমল সম্মুখে প্রসারিত করিয়া প্রসন্ন হাস্যে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।]

[একমাত্র অম্বা বিদ্রোহিনীর মত একধারে উন্নত গ্রীবায় দাঁড়াইয়া রহিলেন]

বিম্বিসার। আজ আমি ধন্য। আজ আমার গৃহ ভগবানের পদরজ স্পর্শে সার্থক হল—

অম্বা। [ধীরে, অথচ সুস্পষ্ট স্বরে—বিম্বিসারের প্রতি বক্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া] গৃহ আমার—তোমার নয় রাজা।

বিম্বিসার। [স্তম্ভিত হইয়া, পরে] বেশ!—ভগবান্! আগামী প্রভাতে আমার রাজপ্রাসাদে সশিষ্য আপনার নিমন্ত্রণ......

অম্বা। [প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে] ভগবান সপ্তাহকাল এ গৃহে অবস্থান করবেন—আমাকে কথা দিয়েছেন।—

বিম্বিসার। [নিষ্ফল রোষে]—এক পতিতার কুটির—

অম্বা। এ আর পতিতার কুটীর নয়—এ এখন পতিত-পাবনের আশ্রম। আমার যথাসর্ব্বস্ব আমি সঙ্ঘে দান করেছি—এ এখন সঙ্ঘের সম্পত্তি—

সুচিত্র। [অম্বাকে] আর তুমি ?

অম্বা। আমি—আমি—আমার ধ্রুবতারার পানে চেয়ে থাকব।

বুদ্ধদেব। [দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন] স্বস্তি—স্বস্তি—স্বস্তি—

[সমবেত গীত]

শ্রীঘন মুনীন্দ্র জয় সুগত জয় হে।
প্রচার প্রেম যার কোটী বিশ্বময় হে ॥
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি !
ভিক্ষু জন শ্রমণগণ শরণ পাপহারী।
সংঘ রাজ সিদ্ধবাক্ ধর্ম্ম প্রেমচারী ॥
মোক্ষ বিধায় পূত পাদপদ্মদ্বয় হে।
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি ॥
উদান গান তৃপ্ত প্রাণ, সত্য ধ্যানধারী।
মহান নির্ব্বাণ দান দুঃখ ত্রাণ কারী ॥
বুদ্ধ অমিতাভ হর ক্রুদ্ধ মার ভয় হে।
সংঘং শরণং গচ্ছামি।

যবনিকা

মুক্তির-ডাক

"ছোট্ট একখানি ছবির মত বই! এক দৃশ্যে সম্পূর্ণ। ভারতবর্ষে বৌদ্ধপ্রভাব যখন অপ্রতিহত বেগে প্রধাবিত হইয়াছিল, আপামর-সাধারণ ভগবান-বুদ্ধের শরণ লইয়া মুক্তিমার্গের সন্ধানে ছুটিয়াছিল--আখ্যায়িকাটি সেই সময়কার। একটা কুহেলিকাবৃত ভ্রান্তির পথে চলিতে চলিতে যেদিন নাটিকার চারিটি নায়ক নায়িকা হঠাৎ যখন মেঘমুক্ত সূর্য্যের রূপ দেখিতে পাইল, তখন তাহাদের জীবনের গতি এক ভীষণ অভিশাপ তরঙ্গে নিমজ্জিত হইয়া গেল। তখন বুদ্ধের মুক্তিমন্ত্র গ্রহণ করা ছাড়া আর কাহারই কোন উপায় রহিল না। শেষ পর্য্যন্ত দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে এই নাটিকাখানি।" 'শিশির' ১৩ই পৌষ শনিবার, ১৩৩০ সাল।